খসড়া অবস্থানপত্র

আমরা চাই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে কাজ করুক

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার লক্ষ্য বিশ্বের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, অন্যায্য কর্পোরেট বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করা নয়

ভূমিকা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সারা বিশ্বে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য নীতি প্রণয়ন ও নানা ধরনের দ্বন্দ্ব নিরসনের একটি স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থা। তিন দশক ধরে চলমান এই সংস্থা তার সিদ্ধান্ত ও অবস্থানের জন্য নানা সময়ে বিশ্ব নাগরিক সমাজের সমালোচনার মুখে পড়েছে। সমালোচনার মূল দিকটি হলো, তারা যদিও বলছে, তাদের মূল লক্ষ্য বাণিজ্য বিস্তারের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা। কিন্তু, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তারা ধনী দেশের আরো ধনী করপোরেটসমূহের বাণিজ্য বিস্তার ও তাদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের দিকেই বারবার মনোযোগ দিয়েছে। আমরা মনে করি, সংস্থাটির উপর তার পরিচালনাকারী ধনী দেশ ও তাদের করপোরেটদের প্রভাবই এর মূল কারণ।

তবে আশার কথা হচ্ছে, তারা বিগত প্রায় এক দশক ধরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ এখন নিজ নিজ দেশে সরকারি প্রতিনিধি দলের সাথে তাদের দেশের বাণিজ্য পরিস্থিতি, দারিদ্র বিমোচন ও মানবাধিকার নিয়ে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার কাজ করছে। এর একটা অসুবিধা হচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে বা মাঝে মাঝে অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সুবিধার দিক হচ্ছে, একচেটিয়াভাবে ধনী দেশগুলো তাদের করপোরেটদের সুবিধামতো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারছে না। সমালোচনা ও অসম্মতির কারণে তা প্রায়ই বিলম্বিত হচ্ছে।

যদিও, এখনও পর্যন্ত এর সুফল পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলো পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারেনি। অনেক সিদ্ধান্ত এখনও ধনী দেশের পক্ষে, বা বলা ভালো নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পক্ষে, বলবৎ রয়েই গেছে। তবু, মেধাস্বত্ব আইনের ছাড়, ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি একসেস ইত্যাদির মতো কিছু সুবিধা তারা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

বাংলাদেশ এতোদিন স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও আর দুবছরের মধ্যেই পদার্পন করবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। তখন অনেক কিছুই আর আগের মতো থাকবে না। অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে, এমনকি উন্নত দেশ এবং তাদের বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে, আমাদেরকে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। উন্নত দেশ ও তাদের বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে যে সক্ষমতা থাকা দরকার, পুঁজি, প্রযুক্তি ও বাণিজ্য দক্ষতা থাকা দরকার, তার ভগ্নাংশও আমাদের এখনও নেই। এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমরা তা অর্জন করতেও পারব না। অবশ্য, এমন আলাপ চলছে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তীর্ণ হবার পরও স্থায়িত্বশীল না হওয়া পর্যন্ত কিছু সুবিধা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু তার কোনো নিশ্চয়তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। ফসলের উৎপাদন ও তার মূল্যের স্থিতিশীলতা থেকে শুরু করে দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, অমৌসুমে কিছু কিছু ফসলের আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস, কৃষকের সক্ষমতা উন্নয়ন, মৎস খাতে সামুদ্রিক মৎসশিকার ও ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা নিয়ে পরিকল্পনা করা, মৎসজীবীদের প্রযুক্তিসহ অন্যান্য সক্ষমতা উন্নয়ন, মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় ছাড়াই কিভাবে ঔষধ শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখা যায় ইত্যাদি সব বিষয়ে এখনই পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা জানি, বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে। তবে, এর সাফল্য নির্ভর করবে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের দাবিসমূহ উত্থাপন করা ও তার পক্ষে অন্যান্য সমমনা দেশের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করার উপর।

কৃষি, ফসলের ন্যায্য মূল্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

জাপানের কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে তারা প্রতি বছর জাপানের কৃষিতে ২৫-২৮ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিয়ে থাকে (Nikkei Asia, 30 Jan 2024)। এই ভর্তুকির মধ্যে রয়েছে মূল্য সহায়তা, উৎপাদন সহায়তা, ঝুঁকি বিমা, তেল ইত্যাদি। আমেরিকা ও কানাডায় কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ আরো অনেক বেশি এবং কখনও কখনও তা পরিমাপের অযোগ্য। কারণ, অনেক সময় তা ভর্তুকির খাতা থেকে বাদ দিতে অন্য নামে প্রদান করা হয়। অথচ, দরিদ্র দেশসমূহের দরিদ্রতম কৃষককে ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদানের জন্য পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় পাবলিক স্টকহোল্ডিং-এর প্রস্তাব উত্থাপন করলেও গত ৪-৫টি মন্ত্রী সম্মেলনেও তা পাশ হয়নি। অন্তত এটি পরিষ্কার হয়ছে, দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কিছু আসে যায় না। যদিও, তারা তাদের ম্যানডেট হিসেবে এটাই প্রচার করে।

মৎস খাত, সামুদ্রিক মৎস আহরণ, ব্লু ইকোনমি ও ভর্তুকি

ধনী দেশগুলো ২০১৮ সালে তাদের মেরিন ফিশিংয়ে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিয়েছে, যার মধ্যে ১৯% পেয়েছে সেদেশের ক্ষুদ্র মৎসজীবীরা। ৮০% সহায়তা দেয়া হয়েছে বড় ধরনের করপোরেট ফিশিং কোম্পানিকে যাতে মৎস খাতে বিশ্বে তাদের একচেটিয়া প্রভাব থাকে। এই সহায়তার মধ্যে এক বছরেই তারা ৮ বিলিয়ন ডলার শুধু তাদের তেল খরচ বাবদ ব্যয় করেছে। অন্যদিকে তারা এখন উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মৎস খাতে ভর্তুকি দিতে নিরুৎসাহিত করছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে, এই ভর্তুকি মৎস সম্পদ হারানোয় ভূমিকা রাখবে এবং তা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের বিপরীত হবে। মৎস খাতে নিজেদের উন্নয়ন সম্পন্ন করার পর তারা উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে বাধা দিতে শুরু করেছে। এর বিকল্প হিসেবে টেকনোলজি ট্রান্সফারের দাবিও তারা মানতে নারাজ।

ই-কমার্সে কাস্টম ডিউটির উপর নিষেধাজ্ঞা

১৯৯৮ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ডিজিটাল পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ইলেক্ট্রনিক ট্রানজেকশনে কোনো ধরনের কাস্টম ডিউটি আরোপ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এটি ই-কমার্স মোরাটোরিয়াম নামে পরিচিত। ধনী দেশগুলো এতে লাভবান হয়, কারণ

স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাবের সুযোগ নিয়ে তারা একচেটিয়া ডিজিটাল বাণিজ্য বিস্তার করে। অন্যদিকে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বিপুল রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ সেন্টার তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো ২০১৭-২০২২, এই পাঁচ বছরে প্রায় ৫৬ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয় (রাশমি বাঙ্গা, ২০২২)।

ঔষধ শিল্প ও মেধাস্বত্ব ছাড়, কোভিড পরবর্তী অবস্থা

স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উঠতি ঔষধশিল্পের বিকাশের জন্য মেধাস্বত্ব আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। তবে, তার খুব একটা নিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে না বা বাস্তবায়নের ব্যাপারেও এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব রয়েছে। যদিও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি ছিল, এই মেয়াদ তাদের স্থায়িত্বশীলভাবে উন্নয়নশীল দেশ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করতে। বিশেষ করে, কোভিডের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে একটা শিথিলতার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়েছিল। আশা ছিল, আসন্ন ত্রয়োদশ মন্ত্রী সম্মেলনে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু বিশ্বে একচেটিয়া ঔষধ বাণিজ্যের কোম্পানিগুলোর চাপে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তার সম্ভাবনাও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

উপসংহার

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের সরকারি প্রতিনিধি দলের উপর আমরা বরাবরই আস্থাশীল ছিলাম। আমরা মনে করি, এবারও বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন, মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পরিপূর্ণভাবে বিবেচনায় রেখেই দেনদরবারে অংশগ্রহন করবে। আগামী বছরগুলোতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের পর যেসব চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবেলা করতে হবে, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিশেষ করে কৃষি, মৎস ও ই-কমার্স খাতে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়শীল দেশের দাবিসমূহের পক্ষে আমরা অবস্থান গ্রহন করতে চাই। আমরা চাই, মানবাধিকার ও দারিদ্র বিমোচনকে করপোরেট মুনাফার উর্ধে তুলে ধরা হোক।

আমাদের সুপারিশ

১। গ্রাজুয়েশনরত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উত্তরণ টেকসই করার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দ্বাদশ মন্ত্রী সম্মেলনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোর আশু বাস্তবায়নের জন্য দেনদরবার করা এবং এতে সমপর্যায়ের দেশের সাথে ঐক্য স্থাপন করা।

২। বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের দাবিদাওয়া নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। এখনও সেই অবস্থান ধরে রেখে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থেই কাজ করে যাওয়া অব্যাহত রাখা এবং গ্রাজুয়েশনের পরও তার স্থায়িত্বশীলতার জন্য সেসব সুবিধা পুরোপুরি আরো কয়েক বছর চালিয়ে যাবার জন্য মত প্রতিষ্ঠা করা।

৩। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকের কথা চিন্তা করে, তাদেরকে অতিভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্য রপ্তানী এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক কৃষি বাণিজ্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে না দিয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দাবি করা এবং তা বাস্তবায়ন ও পালনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার দাবি করা। কারণ, এটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র বিমোচনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের সাথে জড়িত।

৪। দুঃসময় ও দুর্যোগে স্বল্পমূল্যে ও বিনামূল্যে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ, ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পক্ষে যেসব দাবি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় উত্থাপিত হচ্ছে, তা সমর্থন করা এবং তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করা।

৫। বাংলাদেশের উত্থানরত ঔষধ শিল্প মেধাস্বত্ব আইনের যে ছাড় পাচ্ছে, তা না পেলে ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জনগণের ঔষধ ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপণ করে আগে থেকেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এ ব্যাপারে অবস্থান গ্রহন করা। এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে ঐক্য স্থাপন করা। ভবিষ্যতে ঔষধ শিল্প যাতে অন্যান্য ঔষধ উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়, তার জন্য জাতীয় নীতি ও সুবিধাসমূহ প্রণয়ন করা, সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করা এবং বাজেট বরাদ্দ করা।

৬। মৎস খাতে, বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস খাতে, দেশের মৎসজীবীদের সক্ষমতা উন্নয়নে অবিলম্বে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। মৎস আহরণে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারি বরাদ্দ নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র ও দরিদ্র মৎসজীবীদের বৈশ্বিক ভর্তুকি বিতর্কের বাইরে রাখা এবং তাদের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নে বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

৭। ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি একসেস অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পেলেও প্রকৃতপক্ষে তা বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সুবিধা বয়ে আনেনি। আমেরিকাসহ অনেকে দেশেই এই একসেস সুবিধা বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য তৈরি পোষাক পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে দেনদরবার করতে হবে।

৮। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহৎ কোম্পানিগুলোর অবাধ বাণিজ্যের ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ যে রাজস্ব হারিয়েছে তা ফেরত আনা অথবা তার বিনিময়ে অন্যান্য সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে কাজ করতে হবে। বিদেশি ই-কমার্স প্লাটফর্মকে বাংলাদেশে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ দেবার আগে দেশিয় ই-কমার্স প্লাটফরমগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের পাশাপাশি একটি জবাবদিহিতামূলক ই-কমার্স পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশি ই-কমার্স প্লাটফরমকে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে রাজস্ব দিতে হবে।

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইক্যুইটিবিডি)

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে কোস্ট ফাউন্ডেশন], মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড-০২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন +৮৮০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ই মেইল: info@equitybd. net, ওয়েব: www.equitybd.net